তারিখ 07 OCT 1997
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

153

শিক্ষাঙ্গন

পাঠ্যপুস্তক ও নোটবই

দীর্ঘদিন থেকে একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে, নোটবই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নির্মমভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য।

নোটবই কোনও পরিপূর্ণ শিক্ষাগ্রন্থ নয়। মূল পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুকে সহজতর করার জন্য একটি সাহায্যকারী মাধ্যম মাত্র। 'গাইড'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কোনো একটি বিষয়বস্তুর ওপর যে আলোচনা করেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সেটাকে সহজবোধ্য করার জন্য যে সাহায্যটুকু প্রয়োজন, নোটবই শুধু সেটুকুই দেবে, তারবেশী কিছু নয়। এক কথায়, নোটবইয়ের কাছে কোনো বিষয়ের পুরোপুরি জ্ঞান প্রত্যাশা বৃথা। কারণ, এটা কোনো জ্ঞানতো নয়ই, বরং জ্ঞানপথের সন্ধানটুকুই শুধু দিতে পারে। সেই জ্ঞানের নদীপথ বেয়ে জ্ঞান সমুদ্রের পথে অগ্রসর হতে পারে।

অথচ পরিতাপের কথা, আমাদের শিক্ষার্থীরা নোটবই সম্পর্কে এ সত্যটা এখনো অনুধাবন করতে পারছে না। নোটবইকে তারা অনেকখানি গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনকি মূল বইয়ের উপরেও। শিক্ষকদের ওপরেতো বটেই। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এই নোটবইয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে মূল পাঠ্যপুস্তকের সাথে সম্পর্ক এক রকম ছিন্ন করেই ফেলে। এমনও অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা মূলবই না পড়ে শুধুমাত্র নোটবই মুখস্ত করেই বছরের পর বছর শ্রেণীকক্ষের করিড়োর অতিক্রম করে যেতে চেষ্টা করছে। আর অনেক ক্ষেত্রে তাতে সফলকামও হচ্ছে, যদিও নামেমাত্র। এতে করে আমাদের দেশের শিক্ষার হার বাড়ছে বটে; কিন্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞানে পরিপক্কতা আসছে না। শিক্ষক আর পরীক্ষককে ফাঁকি দিতে গিয়ে সেই ফাঁকিতে শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই পড়ে যাচ্ছে। সরকার কর্তৃক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবইয়ের প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সকল শ্রেণীর এবং স্তরের জন্য অসংখ্য নোটবইতে বাজার ছেয়ে গেছে। দুঃখের কথা, মানের দিক দিয়ে এগুলির অধিকাংশই নৈরাশ্যজনক। কোনরকমে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে পয়সা কামানোই যেন এগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য। অধিকাংশ নোটবই ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, ব্যাখ্য, বিশ্লেষণ আর জবাবে পূর্ণ। অর্থাৎ এগুলি লেখা হচ্ছে শুধুমাত্র যেন ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই। যে দু'একটির জবাব শুদ্ধভাবে দেয়া হয়, তাও যেন কতকটা দায়সারা গোছের। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনের চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের পথই কেবল প্রশস্ত হচ্ছে। যার ফল তাদের ভোগ করতে হয় পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এবং পরবর্তী জীবনের দিনগুলিতে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নোটবইগুলির মান নীচু হওয়ার পেছনে কারণ কি? বিদগ্ধ সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে—'নেই চাকরি বিদ্যা নেই, সেই লেখে নোটবই'। কথাটা সবক্ষেত্রে মিথ্যে নয়, বাজারের অধিকাংশ নোটবই তার প্রমাণ। অধিকাংশ নোটবইয়ে লেখকের প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্ম নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন, জনৈক অভিজ্ঞ হেডমাস্টার, জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষক, জনৈক অধ্যাপক, মিঃ সরকার, দত্ত ও ঘোষ ইত্যাদি। অবশ্য স্বনামে লিখিত নোটবই যে বাজারে মোটেই নেই, তা নয়। কিন্তু নাণকরা লেখকের লেখা অধিকাংশ নোটবইও উল্লেখিত দোষে দুষ্ট।

এর কারণ কি? অনেকের অভিযোগ, এগুলি আদৌ উক্ত লেখকের লেখা নয়। ব্যবসায়ী প্রকাশক নিযুক্ত সস্তা ভাড়াটে লেখকের দ্বারা এগুলি লিখিয়ে নিয়ে কোন নামকরা লেখকের অনুমতি নিয়ে তাঁর নামেই ছাপান। অভিযোগটি কতদূর সত্যি, জানা নেই। তবে একই লেখকের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত নোটবইগুলি যখন নজরে পড়ে, তখন অভিযোগটির সত্যতায় আস্থার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

অভিযোগটি যদি যথার্থই হয়, তবে তা উদ্বেগের কথাই বটে। কারণ, নামকরা লেখকের নামের ছাপ দেখে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যদি কোনরকম প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ে, তার প্রতিফলন শেষ পর্যন্ত পড়ে সমাজের ওপর, তথা একটি গোটা দেশে। আর সে প্রতারণার দায়ে সবার আগে অভিযুক্ত হবেন উক্ত নামধারী লেখকরাই।

—আ, শ, ম, বাবর আলী